

💵 নবীদের কাহিনী

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ২৫. হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) - মাক্কী জীবন রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

শেষনবী (خاتم الأنبياء)

(क) আল্লাহ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে শেষনবী হিসাবে মনোনীত করেন। তিনি বলেন, مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدِ مِنْ بَرَحْمَتِهِ النَّبِيِّينَ 'মুহাম্মাদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন। বরং তিনি আল্লাহর রাসূল ও শেষনবী' (আহ্যাব ৩৩/৪০)।[1] তিনি বলেন, غَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ 'আল্লাহ সর্বাধিক অবগত কার নিকটে তিনি রিসালাত সমর্পণ করবেন' (আন'আম ৬/১২৪)। কেননা مَن يَشاءُ شَمَتِهِ مَن يَشاءُ 'আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহের জন্য যাকে চান তাকে খাছ করে নেন' (বাক্লারাহ ২/১০৫)।

إِنَّ مَثَلِى وَمَثَلَ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَل رَجُل بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلاَّ مَوْضِعَ لَبنَةٍ مِنْ قَبْلِي كَمَثَل رَجُل بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلاَّ مَوْضِعَ لَبنَةٍ مِنْ قَبْلِي كَمَثَل رَجُل بَنى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلاًّ مَوْضِعَ لَبنَةٍ مِنْ قَبْلِي زَاوِيَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هَلاَّ وُضِعَتْ هَذهِ اللَّبنَةُ قَالَ فَأَنَا اللَّبنَةُ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبيّينَ 'আমি ও আমার পূর্বেকার নবীগণের তুলনা ঐ ব্যক্তির ন্যায় যিনি একটি গৃহ নির্মাণ করেছেন। অতঃপর সেটিকে খুবই সুন্দর ও আকর্ষণীয় করেছেন। কিন্তু কোণায় একটি জায়গা খালি রেখেছেন। তখন লোকেরা ঐ স্থানটি ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকে এবং বিস্ময় প্রকাশ করতে থাকে ও বলতে থাকে, কেন এখানে একটি ইট দেওয়া হয়নি? রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমিই সেই ইট এবং আমিই শেষনবী'।[2] لاَ نَبِيُّ بَعْدى 'আমার পরে আর কোন নবী بُعِثْتُ إِلَى الأَحْمَرِ وَالأَسْوَد، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَيُعِثْتُ إِلَى النَّاس ,जरें।[3] जिन तलन, شَدّ 'আমি লাল ও কালো সকলের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। অন্য নবীগণ নির্দিষ্টভাবে স্ব স্ব গোত্রের জন্য প্রেরিত وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاًّ كَافَّةً للنَّاسِ ,হয়েছেন। কিন্তু আমি মানবজাতির সকলের জন্য প্রেরিত হয়েছি'।[4] আল্লাহ বলেন, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاًّ كَافَّةً للنَّاسِ 'আমরা তোমাকে পুরা মানবজাতির প্রতি প্রেরণ করেছি' (সাবা ৩৪/২৮)। অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, فَأَرْسَلَهُ إِلَى الْجِنِّ وَالإِنْس 'অতঃপর আল্লাহ তাঁকে জিন ও ইনসানের প্রতি প্রেরণ করেন'।[5] আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত অন্য হাদীছে রাস্লুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْق كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ পুরা সৃষ্টি জগতের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে এবং আমাকে দিয়েই নবীদের সিলসিলা সমাপ্ত করা হয়েছে'।[6] বর্তমান পৃথিবীর সকল জিন ও ইনসান শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উম্মত। যারা তাঁর দ্বীন কবুল করেছে, তারা হ'ল 'উম্মাতুল ইজাবাহ' (أُمَّةُ الْإِجَابَة) অর্থাৎ মুসলিম। আর যারা তাঁর দ্বীন কবুল করেনি, তারা হ'ল 'উম্মাতুদ দা'ওয়াহ' (أُمَّةُ الدَّعْوَة) অর্থাৎ কাফির-মুশরিকগণ, যাদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিতে হবে। যেহেতু আর কোন শরী আত নিয়ে আর কোন নবী আসবেন না. সেকারণ ক্লিয়ামত পর্যন্ত সকল জিন-ইনসান শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উম্মত। মুসলমানের কর্তব্য হ'ল শেষনবী (ছাঃ)-এর আনীত ইসলামী শরী'আত নিজেরা মেনে চলা এবং দুনিয়াবাসীকে তা মেনে চলার আহবান জানানো। কেননা হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلاَ نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوْتُ وَلَمْ يُوْمِنْ,এবশাদ করেছেন ্যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন তাঁর কসম করে বলছি, ইহুদী হৌক বা بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ



নাছারা হৌক এই উম্মতের যে কেউ আমার আগমনের খবর শুনেছে, অতঃপর মৃত্যুবরণ করেছে, অথচ আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি, তার উপরে ঈমান আনেনি, সে ব্যক্তি অবশ্যই জাহান্নামী হবে'।[7]

মূলতঃ খতমে নবুঅতের আকীদার মধ্যেই বিশ্ব মুসলিম ও বিশ্ব মানবতার ঐক্য ও অগ্রগতি নির্ভর করে। এই ঐক্য বিনষ্ট করার জন্য শয়তান শুরু থেকেই চেষ্টা চালিয়েছে এবং এখনও চালিয়ে যাচ্ছে। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উম্মতকে সাবধান করে বলেন, 'অতদিন কিয়ামত হবে না, যতদিন না আমার উম্মতের কিছু গোত্র মুশরিকদের সঙ্গে মিশে যাবে এবং মূর্তিপূজা করবে। আর সত্ত্বর আমার উম্মতের মধ্যে ত্রিশ জন মিথ্যাবাদীর জন্ম হবে। যাদের প্রত্যেকে ধারণা করবে যে, সে নবী (كَذَّ الْمُنْ يَرْكُمُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

(খ) নবীগণের অঙ্গীকার (ميثاق الأنبياء):

আখেরী নবীর প্রতি ঈমান আনা ও তাঁকে সর্বতোভাবে সাহায্য করার জন্য পূর্বেই আল্লাহ নবীগণের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। যেমন তিনি বলেন, كُا الله مِيْئَاقَ النَّبِيِينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ الله مِيْئَاقَ النَّبِينِ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ السَّاهِدُوا رَسُولٌ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُوْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأْفُرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشُهُدُوا رَسُولٌ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُوْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأْفُرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشُهُدُوا رَسُولٌ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَكُمْ لِلللهَ عِنْ الشَّاهِدِيْنَ وَسُولٌ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَسُولًا مُعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَسَالله وَاللهُ مَعَلَمُ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَسَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَلَا السَّاهِدِيْنَ وَلَا السَّاهِدِيْنَ وَلَا السَّاهِدِيْنَ وَلَا السَّاهِدِيْنَ وَلَا السَّاهِدِيْنَ وَلَا السَّاهِدِيْنَ وَلَا اللهُ مَعَلَمُ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَلَا اللهُ مَعَلَمُ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَلَا اللهُ مَالِكُمُ اللهُ مِن الشَّاهِدِيْنَ مَعَلَى السَّاهِدِيْنَ وَلَا اللهُ مَالَى فَاسُهُمُ اللهُ مِن الشَّاهِدِيْنَ وَلَا اللهُ مَالَى فَاسُهُمُ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَلَا اللهُ مَالِيْنَ الشَّاهِدِيْنَ وَلَا اللهُ مَالِهُ مِنْ الشَّاهِدِيْنَ وَلَّا مَعَلَى السَّاهِدِيْنَ وَلَا اللهُ مَالَى فَاسُهُ مِنْ الشَّاهِ وَلَا اللهُ مَالِيْنَ اللهُ مُولِيْنَ السَّاهِ وَلَا اللهُ مَالِيْنَاقِلُوا أَلْوَلَ أَلْوَاللهُ مِنْ الشَّاهِ وَلَا اللهُ مَالِيْنَاقُ اللهُ مَلْكُوا أَلْوَا أَلْواللهُ مَالِيْنَاقُ اللهُ مَالِيْنَاقُ اللهُ مَلْكُوا أَلْوَا أَلْوَا أَلْوَا أَلْوَاللهُ مِنْ الشَّاهِ مُلْكُولُوا أَلْوَلَاللهُ مِنْ الشَّالِيْنَ الشَّالِيَّةُ مِنْ الشَّاهِ مِنْ الشَّالِيَ اللهُ مَاللهُ مُلْكُولًا اللهُ مُنْ الشَّالِيُ اللهُ مَالِيْلُوا أَلْواللهُ مُلِيْلُوا أَلْواللهُ مُلْكُولِهُ اللهُ مُلْكُولِهُ اللهُ مُلْكُولًا اللهُ مُلْكُولًا اللهُ مَاللَّاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُلِيْلُولِهُ الللهُ مُلْكُلُولُوا أَلْمُلِلِ

(গ) আহলে কিতাব পন্ডিতদের অঙ্গীকার (ميثاق أحبار أهل الكتاب للإيمان على محمد):

আহলে কিতাব পন্ডিতগণের নিকট থেকে অঙ্গীকার নেওয়া হয় এই মর্মে যে, তারা যেন সত্য গোপন না করে এবং শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমন ও তাঁর প্রতি ঈমান আনার বিষয়টি লোকদের নিকট প্রকাশ করে। যেমন আল্লাহ বলেন,اوَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرُونَ وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرُونَ وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرُونَ وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَدُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرُونَ مَا يَشْتَرُونَ مَا يَشْتَرُونَ (اللهُ مِيثَاقَ اللهُ مَيثَاقَ اللهُ مُعَالِمُ اللهُ اللهُ مِيثَاقَ اللهُ مِيثَاقَ اللهُ مِيثَاقَ اللهُ مِيثَاقَ اللهُ مِيثَاقَ اللهُ مُعَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِيثَاقَ اللهُ مِيثَاقَ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَا اللهُ مِيثَاقَ اللهُ ال

ইবনু কাছীর বলেন, অত্র আয়াতে ইহূদী-নাছারা পশুতদের ধমক দেওয়া হয়েছে ও ধিক্কার জানানো হয়েছে এ কারণে যে, তারা নিকৃষ্ট দুনিয়াবী স্বার্থে পূর্বেকার সেই অঙ্গীকার ভুলে গেছে এবং লোকদের নিকট উক্ত অঙ্গীকারের কথা চেপে গেছে। এই অঙ্গীকারের কথা তাদের নবীগণের মাধ্যমে তাদের ধর্মনেতাদের জানিয়ে দেওয়া হয়।



কতই না নিকৃষ্ট ছিল তাদের হাতের উপর হাত রাখা এবং কতই না নিকৃষ্ট ছিল তাদের বায়'আত গ্রহণ করা। তিনি বলেন, এর মধ্যে মুসলিম আলেমদের জন্য সতর্কবাণী রয়েছে, যেন তারা আহলে কিতাবদের মত না হন এবং তারা যেন সৎকর্মের কোন ইলম গোপন না করেন (ঐ, তাফসীর)।

(ঘ) ঈসা (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী (يشارة عيسي):

পূর্বের নবীগণের ন্যায় আহলে কিতাবগণের শেষনবী ঈসা (আঃ) স্বীয় কওমকে উদ্দেশ্য করে সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদের আগমনের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। যেমন আল্লাহ বলেন, وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ السَّهِ الْمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبُشِّراً بِرَسُولِ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءهُم إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُم مُصِدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبُشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءهُم إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُم مُصِدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبُشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءهُم إِنِّ يَنِي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُم مُصِدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبُشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمًا جَاءهُم إِنَّ مَا يَكُم مُصِدِقًا لِمَا اللهِ إِلَيْكُم مُصِدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَي مِن التَّوْرَاةِ وَمُبُشِراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءهُم وَاللهِ إِلَيْكُم مُصِدِقًا لِمَا اللهِ إِلَيْكُم مُصِدِقًا لِمَا اللهِ إِلَيْكُم مُصِدِقًا لِمَا اللهِ إلله إلله إلَيْكُم مُصِدِقًا لِمَا اللهِ إلله إلَيْ يَيْنَاتٍ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُثِينٌ بِالْبَيِنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُثِينٌ عَلَيْ وَالْمَا اللهِ إِلَيْكُم مُسُولُ عَلَيْكُم مُعَدِي السَّمُهُ أَحْمَدُ وَلَمَا جَاءِهُم وَالْمَا اللهِ إِللهِ إِلْكُم مُصَدِقًا لِمَا اللهِ إِلَيْكُم مُصَدِقًا لِمَا اللهِ إِلْمَالِهِ اللهِ عَلَيْكُم مُصَدِقًا لِمَا اللهُ عَلَيْكُم مُعْمَا اللهِ إِللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إللهُ اللهِ اللهُ الل

(৬) তাওরাত ও ইনজীলে ভবিষ্যদ্বাণী(بشارته صد في التوراة والإنجيل):

রাস্লুল্লাহ (ছাঃ)-এর আগমন সংবাদ তাওরাত-ইনজীলেও লিপিবদ্ধ ছিল। যেমন আল্লাহ বলেন, الَّذِيْنَ يَتَبِعُوْنَ (এই কল্যাণ কেবল তাদেরই প্রাপ্য) যারা এই রাস্লের আনুগত্য করে যিনি নিরক্ষর নবী, যার বিষয়ে তারা তাদের কিতাব তাওরাত ও ইনজীলে লিপিবদ্ধ পেয়েছে' (আ'রাফ ৭/১৫৭)। সেকারণ তাঁর আগমন বিষয়ে ইহুদী-নাছারা পভিতগণ আগেভাগেই জানতেন (বাকারাহ ২/৮৯)। তারা তাঁকে চিনতেন যেমন নিজের সন্তানদের তারা চিনতেন'।[9]

(চ) আহলে কিতাবগণের প্রতীক্ষিত নবী (نبى منتظر لأهل الكتاب) :

মক্কায় অরাক্কা বিন নওফাল, শামে বাহীরা প্রমুখ পভিতগণ তাঁকে দেখেই চিনতে পেরেছিলেন। সেকারণ হাবশার সম্রাট নাজাশী, রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস ও মিসররাজ মুক্কাউক্কিস সকলেই তাঁকে সসম্মানে গ্রহণ করেছিলেন। যারা সবাই খ্রিষ্টান ছিলেন। শেষনবীর সন্ধানেই সুদূর পারস্যের ইছফাহান হ'তে অগ্নিপূজক সালমান ফারেসী খ্রিষ্টান পাদ্রীদের কাছে শুনে দীর্ঘদিন সন্ধান শেষে মদীনায় এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট ১ম হিজরীতে ইসলাম কবুল করেন।[10] ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, আহলে কিতাবদের নিকটে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পরিচিতি অবিরত ধারায় বর্ণিত ছিল।[11] আহলে কিতাবদের নিকট থেকে ইয়াছরিবের অধিবাসীরা আগে থেকেই শেষনবীর আগমন ও তাঁর নাম-চেহারা ও পরিচিতি সম্পর্কে জানত (ইবনু হিশাম ১/২৩২)। এমনকি তারা শেষনবীর আগমনের পর তাকে সাথে নিয়ে অবাধ্য ইয়াছরেবীদের উপর জয়লাভ করবে ও তাদের হত্যা করবে বলে হুমিক দিত।[12] আর সেকারণেই তারা মক্কায় এসে আগেই ইসলাম কবুল করে এবং তাদের আহবানে সাড়া দিয়ে রাসূল (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করেন।

তাদের উক্ত আকাংখার বিষয়টি প্রকাশ করে আল্লাহ বলেন, مُعَهُمْ مَا مَعَهُمْ مَا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَافِرِينَ 'আর যখন 'وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَافِرِينَ 'আর যখন তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ হ'তে কিতাব (কুরআন) এসে গেল, যা সত্যায়নকারী ছিল (তওরাত-ইনজীলের), যা তাদের কাছে রয়েছে। অথচ ইতিপূর্বে তারা (শেষনবীর মাধ্যমে) কাফেরদের উপর বিজয় কামনা করত। অবশেষে



যখন তাদের নিকট পরিচিত সেই কিতাব (কুরআন) এসে গেল তারা তাকে অস্বীকার করল। অতএব কাফেরদের উপরে আল্লাহর অভিসম্পাৎ' (বাক্বারাহ ২/৮৯)।

এক্ষণে আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর দীর্ঘ তেইশ বছরের নবুঅতী জীবন বিবৃত করব। যার মধ্যে মাক্কী জীবনের তের বছর ছিল নিরবচ্ছিন্নভাবে দাওয়াতী জীবন এবং শেষ দশ বছরের মাদানী জীবন ছিল তাওহীদ ভিত্তিক সমাজ গঠনের জন্য দাওয়াত ও জিহাদের সমন্বিত কষ্টকর জীবন।

ফুটনোট

- [1]. পালিত পুত্র যায়েদ বিন হারেছা<u>ই</u> তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যয়নাব বিনতে জাহশকে আল্লাহর হুকুমে বিয়ে করার পর কাফির ও মুনাফিকদের অপপ্রচারের প্রতিবাদে অত্র আয়াত নাযিল হয়। এর মাধ্যমে যায়েদ বিন হারেছাহকে 'যায়েদ বিন মুহাম্মাদ' বলতে নিষেধ করা হয় (ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা আহ্যাব ৪০ আয়াত)। দুর্ভাগ্য এটি এখন বিদ'আতীদের নিকট মীলাদের আয়াতে পরিণত হয়েছে।
- [2]. বুখারী হা/৩৫৩৫; মুসলিম হা/২২৮৬; মিশকাত হা/৫৭৪৫, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে।
- [3]. বুখারী হা/৩৪৫৫; মুসলিম হা/১৮৪২; আবুদাউদ হা/৪২৫২ মিশকাত/৩৬৭৫, ৫৪০৬, ছাওবান (রাঃ) হ'তে।
- [4]. আহমাদ হা/১৪৩০৩; বুখারী হা/৩৩৫; মুসলিম হা/ ৫২১; মিশকাত হা/৫৭৪৭।
- [5]. দারেমী, 'ভূমিকা' হা/৪৬, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৫৭৭৩।
- [6]. মুসলিম হা/৫২৩; মিশকাত হা/৫৭৪৮।
- [7]. মুসলিম হা/১৫৩; মিশকাত হা/১০।
- [৪]. ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা আলে ইমরান ৮১ আয়াত; ইবনু হিশাম ১/২৩২-৩৪।
- [9]. বাকারাহ ২/১৪৬; ইবনু হিশাম ১/২০৪।
- [10]. ইবনু হিশাম ১/২১৪-২২২; আহমাদ হা/২৩৭৮৮, সনদ হাসান।
- [11]. ইবনু তায়মিয়াহ, আল-জাওয়াবুছ ছহীহ লেমান বাদ্দালা দীনাল মাসীহ ১/৩৪০।
- [12]. ইবনু হিশাম ১/২১১, সনদ হাসান; সীরাহ ছহীহাহ ১/১২২; ইবনু কাছীর, তাফসীর বাক্কারাহ ৮৯ আয়াত।



• Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=5199

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন